

সুরক্ষা শিক্ষা

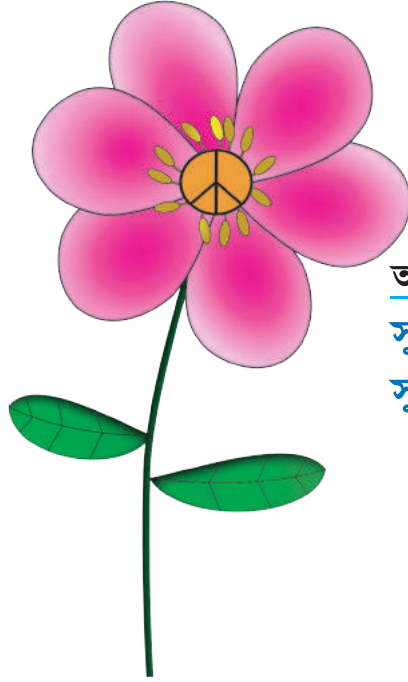
দ্বিতীয় শ্রেণি

রচনায়

লানা হুমায়রা খান

সম্পাদনায়

মোঃ ফরহাদুল ইসলাম



অঙ্কন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিষান

প্রণয়নে

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

কারিগরি সহায়তায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড



European Union



ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স



Save the Children

প্রকাশক

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

১০/১৪ ইকবাল রোড

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৯৯২৬, হটলাইন : ০১৭৭৮২৪৯২৭৭

E-mail: btsbd94@yahoo.com

Web: www.breakingthesilencebd.org

অর্থায়নে

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সহযোগিতায়

সেভ দ্য চিলড্রেন

অঙ্কন ও ডিজাইন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিমান





অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	৮
তৃতীয় অধ্যায়	১৮



প্রথম অধ্যায়

আমার শরীর আমার মন

শিখনফল : শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।

শরীরের যত্ন

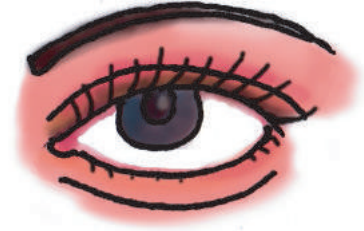
শরীর ও মন সুস্থ রাখতে হলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন করা প্রয়োজন। দেহকে সতেজ ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে হলে নিয়মিত খেলাধুলা, খাবার খাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন করা দরকার। শরীরের যত্ন নিলে শরীর ও মন ভালো থাকে।

আমরা কীভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত্ন করবো -

মুখে মুখে বলি

চোখের যত্ন

চোখ দিয়ে আমরা দেখি। আমাদের চোখের যত্ন নেয়া দরকার। পানি দিয়ে চোখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। চোখ পরিষ্কার থাকলে চোখ ওঠা, চোখ লাল হওয়া, চোখ চুলকানো ইত্যাদি রোগ হয় না।



দাঁতের যত্ন

দাঁত দিয়ে আমরা খাবার চিবিয়ে খাই। খাবারের পর কুলি করতে হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবার জমে থাকলে দাঁত ব্যাথা হয়। মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত পড়ে। প্রতিদিন সকালে ও রাতে ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়।



হাতের যত্ন

হাত দিয়ে আমরা খাবার খাই, লিখি, বিভিন্ন কাজ করি। হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে তোয়ালে বা গামছা দিয়ে মুছে ফেলতে হয়। হাতে ময়লা থাকলে খাবারের সাথে পেটে গিয়ে রোগের সৃষ্টি করে।



কানের যত্ন

কান দিয়ে আমরা শব্দ শুনি। কানের ভিতরের অংশ নরম। শক্ত কাঠি দিয়ে কান পরিষ্কার করা উচিত নয়। এতে কানের পর্দা ফেটে কানের তি হয়।



পায়ের যত্ন

পা দিয়ে আমরা হাঁটাচলা, খেলাধুলা করি। পানি দিয়ে পা পরিষ্কার করি। পা অপরিষ্কার থাকলে পায়ে ঘা হতে পারে।



মুখের যত্ন

শরীরের একটি সুন্দর অঙ্গ হলো মুখমন্ডল। এজন্য মুখমন্ডলের যত্ন নেয়া প্রয়োজন। সকালে ঘুম থেকে উঠে, খেলা থেকে ফিরে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মুখমন্ডল ধুয়ে মুছতে হয়।



নখের যত্ন

নখ বড় হলে ময়লা ও রোগজীবাণু আটকে থাকে। নখের ময়লা পেটে গিয়ে বিভিন্ন রোগ হয়। নিয়মিত নখ কাটতে হবে।



নাকের যত্ন

নাক দিয়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। পরিষ্কার পানি, বুমালা দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হয়। খেলাধুলা বা অন্য কোনো সময় নাকে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।



কাজ : তোমার হাত/পা/দাঁত/চোখ ইত্যাদি অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের যত্ন কেন প্রয়োজন, বল? শিক্ষক পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি অঙ্গের যত্ন সম্পর্কে বলতে বলবেন ।

শিখনফল : শরীরের সমস্যা হলে বলতে পারবে ।

শরীরের সমস্যা

মাথা, হাত, পা, চোখ, কান, নাক, দাঁত, ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আমাদের শরীর গঠিত । আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন করি । অনেক সময় শরীরে নানা রকম সমস্যা হতে পারে যেমন- কেটে যাওয়া, ব্যথা পাওয়া, জ্বর হওয়া, মন খারাপ হওয়া ইত্যাদি ।

শরীরে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে

শরীর খারাপ হলে বা কোনো সমস্যা হলে মন খারাপ হয় । কোনো কিছু ভালো লাগে না । যেমন-আমাদের হাত-পা কেটে গেলে, মচকে ও ভেঙে গেলে শরীর ও মন ভালো থাকে না । এছাড়া অযথা কেউ শরীরে স্পর্শ করলে, অন্যভাবে তাকালে ও যেখানে সেখানে আদর করলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায় । শরীরের সমস্যা হলে আমরা মা-বাবা, নিকট আত্মীয়, শিক্ষক, সহপাঠীকে জানানো । চুপ করে থাকবো না ।



ছবিটি দেখ । ছবির মেয়েটি আনু । আনু মন খারাপ করে বসে আছে । আনুর মন খারাপের কয়েকটি কারণ ছকে লিখি -

ক্র.	আনুর মন খারাপের কারণ
১	
২	
৩	
৪	

কাজ : তোমার নিজের শরীরের ২টি সমস্যা সম্পর্কে বল ।

শিখনফল : বিভিন্ন বয়সের শারীরিক বৃদ্ধি ছবি দেখে বলতে পারবে ।

শারীরিক বৃদ্ধি

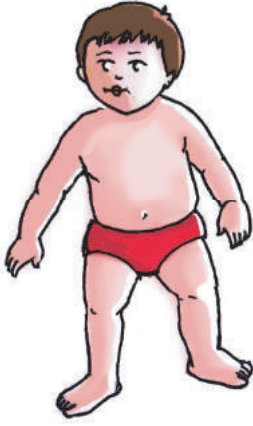
জন্মের পর থেকে শিশু ধীরে ধীরে বড় হয় । বেড়ে ওঠার সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় । সেই সাথে তার মনের বিকাশ ঘটে । শরীরের ওজন ও শক্তি বাড়ে, ভাষা শেখে, অন্যের সাথে মিশতে পারে । সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে । সবকিছু মিলিয়ে সে পরিপূর্ণ মানুষের মতো বেড়ে ওঠে । নিচের ছবি দেখে কীভাবে শারীরিক বৃদ্ধি হয় তা জানি ।



১ম ধাপ



২য় ধাপ



৩য় ধাপ



৪র্থ ধাপ



৫ম ধাপ

চিত্রে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। কোন ধাপে শিশুর কিরূপ বৃদ্ধি হচ্ছে তা ছবি দেখে বলি।

কাজ : তোমার নিজের বড় হওয়া সম্পর্কে বল।

শিখন ফল : মনের কথা আপনজনকে বলতে পারবে।

আমার মনের কথা

শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। সে চিন্তা করতে শেখে। কাজ করার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে পারে এবং সমাধানের চেষ্টা করে। এছাড়া শিশুরা বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ ও ভালোবাসা এবং অন্যের সাথে মিশতে পারে। শিশুর ভিতর এক মতা সৃষ্টি হয়। যা দ্বারা সে আপনজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। সাবলীলভাবে নিজের কথা আপনজনকে বলে। নিচের ছবি দেখে এবং গল্প পড়ে আমরা আমাদের মনের কথা জেনে নিই।

পাপিয়া ২য় শ্রেণির ছাত্রী। পাড়ার কয়েকজন একসাথে বিদ্যালয়ে যায়। তাদের মধ্যে জুলিয়াকে পাড়ার এক ভাই চুপি চুপি চকলেট দিতে চায়। জুলিয়ার ভালো লাগে না। সে ভয় ও লজ্জা পায়। সে মনে করে এটি একটি খারাপ কাজ। একদিন সে ভয় ও লজ্জা দূর করে মাকে কথাগুলো বলল। মা কথাগুলো শুনলেন এবং বললেন চুপিচুপি দেওয়া কোনো জিনিস নিতে হয় না। তুমি চকলেট না নিয়ে ভালো করেছ। এমন কিছু হলে কখনো ভয় বা লজ্জা করবে না। এখানে তোমার কোনো দোষ নেই। তুমি কোনো বিষয়ে সমস্যা মনে করলে আপনজনকে বলবে এবং সমাধানের পথ খুঁজবে।



সুন্দর জীবন গড়তে হলে
মনের কথা বলতে হবে।

কাজ : তোমার মনের কথা কীভাবে বলবে?

শিখন অগ্রগতি যাচাই

১. সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

ক. খারাপ উদ্দেশ্যে হাতকরা উচিত নয়।

খ. শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথেবিকাশ ঘটে।

গ. কোনো বিষয় সমস্যা হলে.....পথ খুঁজবে।

ঘ. শিশু..... করতে শেখে।

সমাধানের

মনের

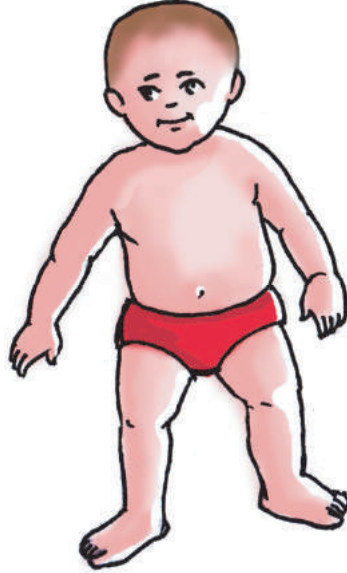
চিন্তা

স্পর্শ

২. মুখে মুখে উত্তর বলি

- ক. কাঠি দিয়ে কান পরিক্ষার করলে কী হয়?
- খ. কীভাবে নখের যত্ন নিতে হয়?
- গ. কী দিয়ে চোখ পরিক্ষার করবে?
- ঘ. আনুর মন খারাপ কেন?
- ঙ. শরীরের সমস্যা হলে কী করবে?
- চ. তোমাকে চুপিচুপি কেউ কিছু দিতে চাইলে তুমি কী করবে?

৩.



- ক. উপরের চিত্রটি শরীরিক বৃদ্ধির কোন ধাপ, লিখ।
- খ. শিশুর ধাপে ধাপে বড় হওয়া সম্পর্কে লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায় শিশু অধিকার

শিখনফল : শিশুর নিরাপত্তার অধিকার ছবি দেখে বলতে পারবে ।

নিরাপত্তার অধিকার

সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদে বেড়ে ওঠা প্রতিটি শিশুর অধিকার । সমাজে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য শিশুর কতগুলো অধিকার আছে । যেমন খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা । এছাড়া আছে নিরাপত্তার অধিকার । নিরাপত্তা একটি বিশেষ অধিকার । এই অধিকারগুলো তোমাদের প্রাপ্য । পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের দায়িত্ব হলো শিশুর প্রাপ্য অধিকারগুলো পূরণ করা । বিশেষভাবে শিশুর নিরাপদে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা ।



উপরের চিত্রটি দেখ । এটি জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপারের দৃশ্য । জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হতে হয় । রাস্তা পারাপারের সময় তোমাকে ট্রাফিক পুলিশ সহায়তা করছে । নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া নিরাপত্তার অধিকার । জীবনকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে হলে শিশুর প্রাপ্য অধিকার পূরণ করা প্রয়োজন ।



চিত্রটি দেখ । হুইল চেয়ারে বসা একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষক নিরাপদে বিদ্যালয়ে প্রবেশে সাহায্য করছেন । এটি নিরাপত্তার অধিকার । এই অধিকার তোমরা বিদ্যালয় থেকে পাও । নিরাপত্তার অধিকার প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য ।

কাজ : ১. তোমার জানা আরও কয়েকটি নিরাপত্তা অধিকার সম্পর্কে বল ।
২. তোমার নিরাপত্তার জন্য আর কী প্রয়োজন ।

শিখনফল : পরিবার ও বিদ্যালয়ে নিজের অধিকার সমূহ চিহ্নিত করতে পারবে ।

পরিবার ও বিদ্যালয়ে অধিকার

পরিবার ও বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে পরিচিত স্থান। এখানে সে বেড়ে ওঠে, শিখার সুযোগ পায়। পরিবার থেকে তোমরা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, থাকার ঘর, নিজের নাম, ভাই বোনের সমান সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপদে থাকার অধিকার পাও। তেমনি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন, নিরাপদে বিদ্যালয়ে থাকা ইত্যাদি অধিকার পাও। পরিবার ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হলো শিশুর প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা। তোমরা তোমাদের অধিকারগুলো জানবে এবং সচেতন হবে।

নিচের চিত্র থেকে পরিবার ও বিদ্যালয়ে নিজের অধিকার চিহ্নিত করি -



তোমাদের বাড়িতে পরিচিত একজন এসেছেন। মা বাবা বাড়িতে নেই। তুমি ভাবছ দরজা খোলা উচিত কী না। তুমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভাববে। তারপর দেখে নিশ্চিত হয়ে দরজা খুলবে। এটি নিরাপত্তার অধিকার। এই অধিকার তোমরা পরিবার থেকে পাও।

তোমরা সহপাঠীরা এক সাথে বিদ্যালয়ের মাঠে খেলছ। অনেক আনন্দ ও মজা করছ। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছ। এটি খেলাধুলার অধিকার। এই অধিকার তোমরা বিদ্যালয় থেকে পাও।

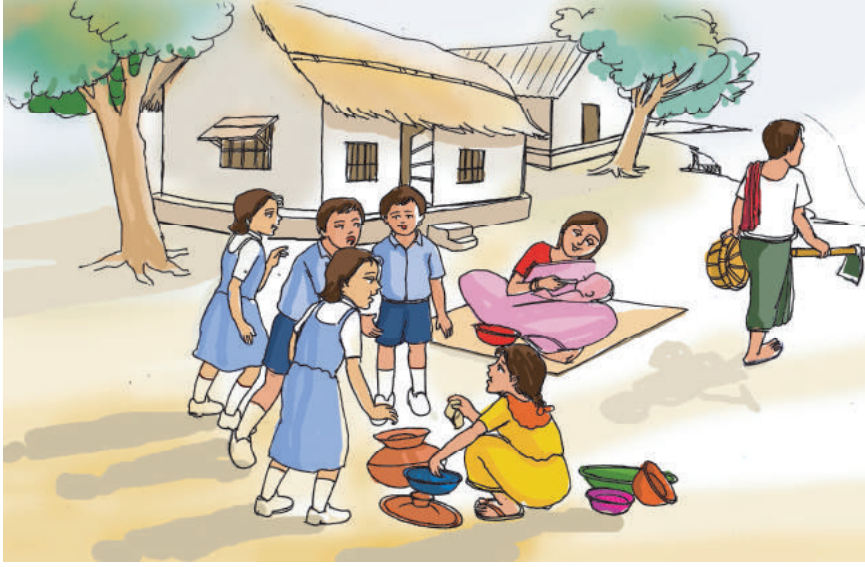


কাজ : পোস্টার দেখে পরিবার ও বিদ্যালয়ে তোমার অধিকারগুলো আলাদা কর।

শিখনফল : নিজের অধিকারের কথা অপরকে বলতে পারবে

শিশুর অধিকার

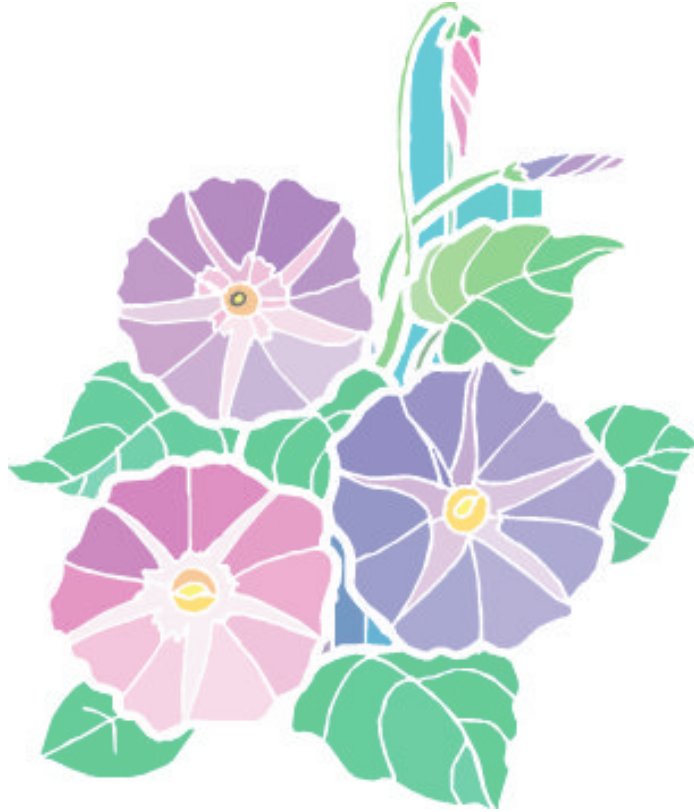
জন্ম নিবন্ধন, একটি নাম পাওয়া, স্নেহ ও ভালোবাসা, পুষ্টি ও চিকিৎসা, খেলাধুলা ও বিনোদন, ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমান সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা লাভ এগুলো তোমার অধিকার। তোমার মৌলিক অধিকার খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান। তুমি তোমার প্রাপ্য অধিকারের কথা অপরকে বলবে। এই অধিকারগুলো একান্তই তোমার।



নিচের গল্পটি পড়ে এবং উপরের ছবি দেখে শিশুর একটি প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে জানি - রিয়া, কবিতা, রাতুল, চম্পা, রাসেল প্রতিবেশী। একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে একসাথে যায়। কয়েকদিন ধরে ওরা লক্ষ্য করল কবিতা বিদ্যালয়ে আসে না। সবাই ঠিক করল কবিতার বাড়ি যাবে। ওরা বাড়ি গিয়ে দেখলো কবিতা থালা-বাসন পরিষ্কার করছে। সহপাঠীরা বললো, কবিতা তুমি কেন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। কবিতা বললো, বাবা-মা বলেছেন আমার আর লেখাপড়া করার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে অনেক কাজ। মাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। মা একা পারছেন না। এটা ঠিক নয়। তুমি তাদের বোঝাবে শিক্ষা লাভ করা তোমার অধিকার। বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে

এই অধিকার তোমার প্রাপ্য । শিক্ষার অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত না । কবিতা কিছুক্ষণ ভাল । তারপর বললো, এভাবে চিন্তা করিনি । আজ বুঝতে পেরেছি । আমি বাবা-মাকে বোঝাবো এবং কাল থেকে তোমাদের সাথে বিদ্যালয়ে যাবো । চল, আমরা খালাম্মার সাথে কথা বলি । কাল থেকে যেন তিনি তোমাকে বিদ্যালয়ে যেতে দেন । কবিতার মা রাজি হলেন বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং কবিতাকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য রাজি হলেন ।

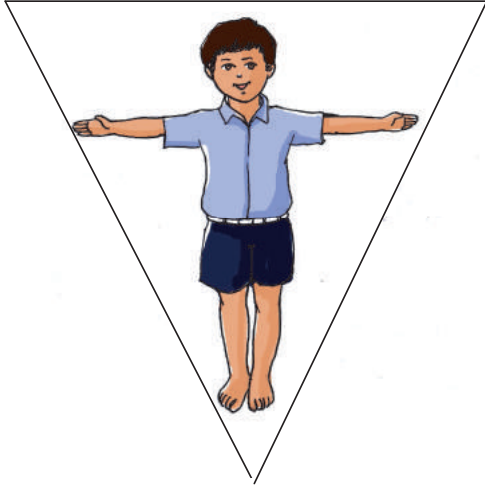
কাজ : উপরের গল্পটি কোন অধিকারের কথা বলে? আর কী কী অধিকারের কথা অন্যকে বলতে পার ।



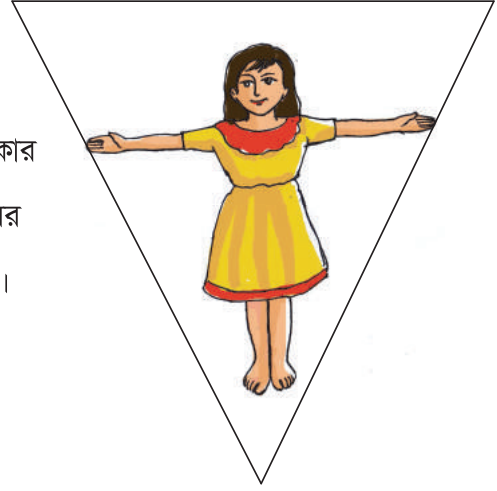
শিখনফল : শিশুর শরীরের সীমানা চিহ্নিত করতে পারবে ।

শরীরের সীমানা

আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং যত্ন সম্পর্কে জেনেছি । আরও জেনেছি আমার শরীর আমার । প্রত্যেককে তার নিজের শরীর নিরাপদ ও সুস্থ রাখা প্রয়োজন । এজন্য জানা প্রয়োজন নিজের শরীরের সীমানা সম্পর্কে । সীমানা কী? সীমানার ভিতর কি থাকে? এই উত্তরগুলো চিত্রের সাহায্যে জেনে নিই ।



আমি আতিক



আমি আরিফা

দু'হাত দিয়ে
তরি ত্রিভুজ আকার
সেইতো শরীরের
সীমানা সবার ।

চিত্রে আতিক এবং আরিফা । দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে তৈরি ত্রিভুজ আকার যে নিজেদের শরীরের সীমানা তা বলছে । ত্রিভুজের ভিতরের সীমানায় আছে ওদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর মন । তারা নিজেদের ভালোবাসে এবং সীমানার ভেতর নিজেদের নিরাপদে রাখতে চায় ।

কাজ : তোমার শরীরের সীমানা দেখাও ।

শিখনফল : নিজের ভালোলাগা - মন্দলাগা বলতে পারবে ।

ভালোলাগা-মন্দলাগা

পরিবার এবং বিদ্যালয় শিশুর আপনজন । এখান থেকে পাওয়া এবং নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি, শিক্ষা দিয়ে সে ভালোলাগা এবং মন্দলাগা বুঝতে পারে । সে জানে ভালো কাজগুলো হলো - সত্য কথা বলা, অন্যের উপকার করা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের ভালোবাসা, নিয়ম মেনে চলা । মন্দ কাজগুলো হলো - মিথ্যা বলা, কাউকে অসম্মান করা, হেয় করা, কটু কথা বলা । ভালো এবং মন্দ কাজগুলো জানা প্রয়োজন । তাহলে ভালোলাগা এবং মন্দলাগা বোঝা যায় ।

ছড়ার মাধ্যমে ভালোলাগা মন্দলাগা জেনে নিই-

ভালো লাগে নিজেকে
ভালো লাগে আপনজন
ভালো লাগে স্নেহ-মমতা
ভালো লাগে আদর-যত্ন

মন্দলাগা বুঝবো
মন্দ আদর বুঝবো
মন্দ তাকানো বলবো
লজ্জা পাবো না
ভয় করব না

কাজ : তোমার কী কী ভালো লাগে বল ।

শিখনফল : ভালো স্পর্শ ও মন্দ স্পর্শ বলতে পারবে ।

ভালোস্পর্শ ও মন্দস্পর্শ

শিশুদের মধ্যে আনন্দ, হাসি খুশি ভাব যেমন থাকে, তেমনি ভয়, লজ্জাও থাকে । পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন থাকে । কোনো কোনো পরিবারে দাদা, দাদি, নানা, নানি থাকে । এরা পরিচিত । মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসে । অনেক সময় অপরিচিতজনদের সাথে আমাদের কথা হতে পারে । মা-বাবার কাছ থেকে আমরা পরিচিত এবং অপরিচিতজন সম্পর্কে জানবো । তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তাও জানবো । আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ও অপরিচিতজনরা আমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে জানবো । আরও জানবো কোনগুলো ভালোআদর বা ভালোস্পর্শ এবং কোনগুলো মন্দআদর বা মন্দস্পর্শ । এভাবে আমরা ভালোস্পর্শ ও মন্দস্পর্শ আলাদা করতে পারবো ।



পাশের ছবিতে মা শিশুকে আদর করছেন । এভাবে বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি আদর করে থাকেন । এটি একটি ভালো আদর বা স্পর্শ ।



ছবির লোকটি শিশুর পরিচিত ও বয়সে বড় । সে এমনভাবে শিশুকে স্পর্শ করছে যা তাঁর পছন্দ নয় । এটি মন্দস্পর্শ ।

আমরা সবাই একসাথে বলি -

ভালোস্পর্শ বুঝবো
মন্দস্পর্শ রুখবো

কাজ : কোনগুলো ভালোস্পর্শ এবং কোনগুলো মন্দস্পর্শ বল ।



শিখন অগ্রগতি যাচাই

১. সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

- ক. দুহাত ছড়িয়ে তৈরি ত্রিভুজ শরীরের তৈরি করে ।
খ. ভালোলাগা মন্দলাগা বোঝা যায় নিজের.....দিয়ে ।
গ. কাউকে অসম্মান করা হলো কাজ ।
ঘ. ভাইয়ের আদর স্পর্শ ।
ঙ. মন্দস্পর্শ থেকে উপায় খুঁজবো ।

বুদ্ধি
বাঁচার
সীমানা
মন্দ
ভালো

২. মুখে মুখে উত্তর বলি

- ক. শিশুর কয়েকটি অধিকারের নাম বল?
খ. পরিবারে তোমার অধিকার কী কী ?
গ. বিদ্যালয়ে তোমার অধিকার কী কী?

৩. নিচের চিত্র দেখে অধিকারের নাম লিখ?



ক. ----- খ. ----- গ. -----

৪. তালিকা কর

ভালোলাগা -
মন্দলাগা -

তৃতীয় অধ্যায় নৈতিক গুণাবলি

শিখনফল : মা- বাবা, শিক্ষক ও গুরুজনকে সম্মান করবে ।

মা-বাবা, শিক্ষক ও গুরুজন

মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে পরিবার । অনেক পরিবারে দাদা-দাদি, চাচা-চাচি থাকেন । কোনো কোনো পরিবারে অন্যান্য অতীীয়স্বজন থাকে । বিদ্যালয়ে আছেন শিক্ষক, সহপাঠী, আয়া, দারোয়ান আরও অনেকে । এরা সকলে আমাদের গুরুজন । আমরা গুরুজনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি ।



তৃষা এবং সুমন । বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে শ্রেণি শিক্ষকের সাথে দেখা । ওরা জানে গুরুজনকে সম্মান করতে হয় । ওরা শিক্ষককে সালাম দিচ্ছে ।

এটি আসিফদের
বসার ঘরের
ছবি । বাসায়

প্রতিবেশী মেহমান এসেছেন । সকলে গুরুজন । বসার ঘরে এসে আসিফ মেহমানদের সালাম দিচ্ছে । আসিফ পরিবার এবং বিদ্যালয়ের কাছ থেকে গুরুজনদের সম্মান করতে শিখেছে ।



কাজ : তোমার নিজের পরিবারের একটি ঘটনা বল ।

শিখনফল : ছোটদের স্নেহ করবে ও ভালোবাসবে ।

স্নেহ ও ভালোবাসা

আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক, সহপাঠী এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সমাজে বাস করি । বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে রয়েছে আমাদের ছোট ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব । ছোটদের সাথে কীরূপ আচরণ করা উচিত তা আমরা পরিবার এবং বিদ্যালয়ে শিখেছি । যেমন ছোটদের আমরা আদর, যত্ন, ও স্নেহ করবো । তাঁদের বিপদে সাহায্য করবো, ভালোবাসবো ইত্যাদি । যেকোনো কাজে ছোটদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন ।



রনি এবং লিজা ভাইবোন । একদিন লিজার খুব জ্বর হলো । বাড়িতে মা ছিলেন না । রনি বুঝতে পারে ছোটবোন লিজা অসুস্থ, তাকে সুস্থ করে তুলতে তার সেবা করা প্রয়োজন । সে লিজার মাথায় পানি, কপালে জলপট्टি দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলে । যেকোনো প্রয়োজনে বড়দের উচিত ছোটদের সাহায্য, সেবা ও যত্ন করা । বিপদে সাহায্য করা, অসুখ হলে সেবা যত্ন করা এগুলো ভালো গুণ ।

কাজ : গত এক সপ্তাহে বিদ্যালয়ে ছোটদের কী কী সাহায্য করেছে লিখ ।

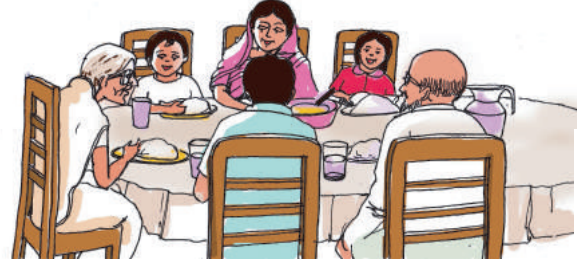
শিখনফল : পরিবার এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলবে

পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন

নিয়ম মেনে চলা একটি ভালো গুণ। পরিবার এবং বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন সকলকে মেনে চলতে হয়। পরিবারের নিয়মগুলো হলো- পরিবারে সকলে একসাথে খাওয়া, একজন অন্যজনকে কাজে সাহায্য করা, সময়মতো পড়ালেখা ও খেলাধুলা করা, মা-বাবা ও গুরুজনদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা। বিদ্যালয়ের নিয়মগুলো হলো- সময়মতো বিদ্যালয়ে যাওয়া, দৈনিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করা, শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সহপাঠীদের সাহায্য করা, টিফিনের ছুটিতে খেলাধুলা করা, শিক্ষক ও গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা।

কীভাবে পরিবার ও বিদ্যালয়ে নিয়ম মেনে চলি তা জেনে নিই-

রিপা এবং রানা ভাইবোন। ওদের পরিবারে মা-বাবা ছাড়াও দাদা-দাদি থাকেন। সময়মতো একসাথে খাবার খাওয়া রিপাদের পরিবারের নিয়ম। রিপা এবং রানা প্রতিদিন পরিবারের নিয়মসমূহ মেনে চলে।



ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের মাঠে দৈনিক সমাবেশ হয়। শিশুরা এবং শিক্ষকবৃন্দ প্রতিদিন বিদ্যালয়ের মাঠে দৈনিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এটি বিদ্যালয়ের একটি নিয়ম। এ নিয়ম সবাই মেনে চলে।

কাজ : তুমি আজ পরিবারে কী কী নিয়ম মেনে এসেছ?

শিখন অগ্রগতি যাচাই

১. সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই -

- ক. গুরুজনের মেনে চলব।
খ. সবসময় কথা বলা উচিত।
গ. সকলের সাথে থাকব।
ঘ. বিদ্যালয়ের মেনে চলব।
ঙ. কারো বিপদে সাহায্য করা গুণ।

সত্য
মিলেমিশে
উপদেশ
নৈতিক
নিয়ম

২. যে কাজগুলো করা উচিত তার পাশে টিকচিহ্ন (√) দিই এবং যেগুলো করা উচিত নয় সেগুলোর পাশে (X) চিহ্ন দিই।

ছোটদের স্নেহ করা	
কারো বিপদে সাহায্য করা	
মিলেমিশে না থাকা	
সত্য কথা বলা	
যেকোনো সময়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া	

৩. গুরুজনদের কীভাবে সম্মান করবে লিখ ।

ক.

খ.

গ.

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. পরিবারের নিয়মগুলো কী কী?

খ. সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা কোন ধরনের গুণ?

